রামগতি উপজেলা ও পৌর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত

সভাপতি মো. জামাল উদ্দিনকে ও সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজ উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলা বিএনপি ও রামগতি পৌর বিএনপির পৃথক দুটি ১০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রায় এক বছর পর বৃহস্পতিবার রাতে কমিটি দুটি প্রকাশ করা হয়।

লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি-কমলনগর) আসনের সংসদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদের হুইপ এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান কমিটি দুটিতে স্বাক্ষর করেছেন।

ঘোষিত রামগতি উপজেলা বিএনপির কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. জামাল উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে মো. সিরাজ উদ্দিনকে। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মো. তানভীর আহমেদ জুয়েল, আজাদ উদ্দিন ডলার ও জহির উদ্দিন বাবর।

এ ছাড়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মো. হেলাল উদ্দিনকে সহ-প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে। উপজেলা কমিটিতে মোট ১৭ জন সহসভাপতি, সাতজন যুগ্ম সম্পাদক এবং সাতজন উপদেষ্টা রয়েছেন।

অন্যদিকে, রামগতি পৌর বিএনপির ১০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সাবেক পৌর চেয়ারম্যান সাহেদ আলী পটুকে সভাপতি এবং সৈয়দ মুতর্জা আল আমিনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন আরিফ উদ্দিন হাওলাদার ও মো. আবদুল করিম।

পৌর বিএনপির নতুন কমিটিতে ১২ জন সহসভাপতি, আটজন যুগ্ম সম্পাদক এবং ১১ জন উপদেষ্টা রাখা হয়েছে।

দলীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘ ১১ বছর পর গত বছরের ২২ আগস্ট রামগতি উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় কেবল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রায় এক বছর পর এবার দুই ইউনিটের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হলো।

কমিটি ঘোষণার পর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. জামাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজ উদ্দিন বলেন, নেতাকর্মীদের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

এদিকে নবনির্বাচিত সহ-প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক মো. হেলাল উদ্দিন তার ওপর আস্থা রাখায় জাতীয় সংসদের হুইপ এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার পর রামগতির বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও আনন্দ প্রকাশ করতে সমর্থকদের মিষ্টি বিতরণ করতেও দেখা গেছে।